এক নজরে টুংগীপাড়া।

এক নজরে টুংগীপাড়া উপজেলাঃ

গোপালগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ২২.৯০০০° উত্তরঅক্ষাংশএবং ৮৯.৮৮৩৩° পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত ১২৮.৫৩ বর্গ কিঃ মিঃ আয়তন বিশিষ্ট একটি উপজেলা।

সাধারণ তথ্যাবলীঃ

১।ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা	**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান :এর সমাধি সৌধ।**
২। জনসংখ্যা (আদমশুমারী-২০২১)	:১,১৪,৪৮০ জন
পুরুষ	:৫৬,৭৯৪ জন
মহিলা	:৫৭,৬৮৬ জন
৩। জমি	:১২,৮৫৩ হেক্টর
এক ফসলী	:৪৩৫০ হেক্টর
দুই ফসলী	:৩৮০৫ হেক্টর
তিন ফসলী	:১৯২১ হেক্টর
তিন ফলের অধিক জমি	২০ হেক্টর
আবাদী জমি	১০,০৯৬ হেক্টর
৪। মোট পরিবার	:২৬,৩৩৪ টি
৫।পৌরসভা (টুংগীপাড়া পৌরসভা)	:০১ টি
৬। ইউনিয়ন(কুশলী, বর্ণি, পাটগাতি, ডুমুরিয়া ও গোপালপুর)	০৫ টি :
৭। গ্রাম	:৬৯ টি
৮। ইউনিয়ন ভূমি অফিস	:০৩ টি
৯। মৌজা	:৩৩ টি
১০। কলেজ	:০৩ টি
সরকারী	:০১ টি
বেসরকারী	:০২ টি
১১। স্কুল এন্ড কলেজ	:০১ টি
১২। মাধ্যমিক বিদ্যালয়	:২১ টি
সরকারী	:০২ টি
বেসরকারী	:১৯ টি
১৩। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	:০২ টি
১৪। কারিগরি	০২ টি (সরকারি ০১ টি + বেসরকারি ০১ টি)
১৫। মাদ্রাসা	:০২ টি
ফাজিল মাদ্রাসা	:০২ টি
এবতেদায়ী মাদ্রাসা	:কার্যক্রম নেই
১৫। প্রাথমিক বিদ্যালয়	:৭৯টি

সরকারী	:৭৯ টি
প্রকল্পভিত্তিক প্রাথমিক বিদ্যালয়	০১ (শিশু কল্যান :প্রাথমিক বিদ্যালয়)
১৬। কিন্ডার গার্ডেন	৩৪ টি
১৭। হাসপাতাল	:০২টি
১৮। কমিউনিটি ক্লিনিক	:১৮ টি
১৯। এল এস ডি খাদ্য গুদাম	:০১ টি
২০। মসজিদ	৩৮৬ টি (মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা :কার্যক্রম ১৬২ টি)
২১। মন্দির	:৯৫ টি
২২। পর্যটন মোটেল	:০১ টি
২৩। ভি আই পি রেষ্ট হাউস	:০১ টি
২৪। ডাকবাংলো	:০১ টি
২৫। অডিটরিয়াম	:০১ টি
২৬। ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন	:০১ টি
২৭। পোস্ট অফিস	০১ টি
২৮। বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান	শেখ রাসেল দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও :পূর্ণবাসন কেন্দ্র শহীদ শেখ জামাল যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশ গবেষনা ইনস্টিটিউট
২৯। সড়ক	৪০৪.৫৬ কিঃ মিঃ :(১১০ টি রাস্তা)
পাঁকা	২৭৫ বি সি+ ৩৭.২৮ :এইচবিবি
কাঁচা	:৯২.২৮ কিঃ মিঃ

উপজেলা কৃষি অফিসের ২০২৩ সালের দেওয়া তথ্য অনুযায়ীঃ

খানা	১৭,৬১৩ (কৃষক :পরিবার)
ফসলের নিবিড়তা	:১৭৫.৮৯%
কৃষি পরিবেশ অঞ্চল	:১২, ১৪
	ক) পাটগাতী, খ) বাঁশবাড়ীয়া, গ) তারাইল, ঘ)ডুমরিয়া (বিলুপ্ত)
নৌ-বন্দর সমূহ	বন্দরগুলো হতে :ঢাকা,খুলনাসহ

	বরিশাল,পিরোজপুর, নাজিরপুর, বাগেরহাট, বানারীপাড়া কোটালীপাড়া ইত্যাদি স্থানে নৌ-যান চলাচল করে থাকে।
প্রধান প্রধান রপ্তানী জাত পন্য	ধান,পাট, হোগলা, বাঁশ, সবজি (পানি কচু, ওলকপি, উচ্ছে, চালকুমড়া, কদু (লাউ), মিষ্টিকুমড়া, শাপলা মৎস্য- দেশীয় প্রজাতির সরপুটি মাছ, শিং মাছ, মাগুর মাছ, কৈ মাছ, বেলে মাছ, সোল মাছ, টাকি মাছ, গলদা চিংগী এছাড়া রুই, কাতলা, মৃগেলসহ কার্প জাতীয় সকল প্রকার :মাছ।

উপজেলার পটভূমি, ইতিহাস ও সংস্কৃতি :

লালসবুজের দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। এ দেশেরই দক্ষিণভাগে এক সময়ের স্রোতস্বিনী মধুমতির কোল ঘেঁষে গড়ে উঠেছে উপজেলা টুংগীপাড়া। যার বুক জুড়ে রয়েছে কাকেরচক্ষু মাজা স্বচ্ছ জলের ধারা বাঘিয়া নদী, রয়েছে মাছে-ভাতে বাঙালির হরেকরকম মাছের আধার বর্ণি বাওড়। আরো আছে নানা রকম ফসল উৎপাদনের জন্য বিস্তীর্ণবিল ও চরাঞ্চল। তবে সবকিছু ছাপিয়ে রয়েছে দুটি সুগন্ধি গোলাপ-যার একটিরাজনৈতিক অন্যটি ধার্মিক।

একটিপৌরসভা ও পাঁচটি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত মাত্র ১২৭.২৫ বর্গ কিলোমিটার আয়তনেরটুংগীপাড়া উপজেলার নাম করণে রয়েছে অভিনবত্ব-শোনা যায় পারস্য এলাকা থেকেআগত কতিপয় মুসলিম সাধক অত্র এলাকার প্লাবিত অঞ্চলে টং বেঁধে বসবাস করতেথাকেনএবং কালক্রমেঐ টং থেকেই নাম হয় টুংগীপাড়া। টুংগীপাড়া উপজেলার উত্তরে রয়েছে গোপালগঞ্জজেলা সদর,দক্ষিণে ও পশ্চিমে মায়াবতী মধুমতি। মধুমতির অপর পাড়ে রয়েছেধর্মীয় সাধক পুরুষ মরহুম খানজাহান আলী (রাঃ)এর পূণ্য ভূমি বাগেরহাট জেলারচিতলমারী ও মোল্লারহাট উপজেলা। আর পূর্বে রয়েছে কিশোর কবি সুকান্তভট্টাচার্যের আদি তীর্থ ভূমি গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলা। আয়তনেছোট এবং নামে অভিনবত্ব থাকলেও বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে টুংগীপাড়ায়রয়েছে গৌরবদীপ্ত ইতিহাস ও ঐতিহ্য।

এলাকারমানুষের প্রধান উপজীবিকা কৃষি। তবে চাকুরীজীবি ও ব্যবসায়ীর সংখ্যাওনিতান্ত কম নয়। তবে সাধারণ ভাবে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ততটা ভাল নয়।কারণ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে বরাবরই টুংগীপাড়া অবহেলিত। ফলে এখানেমানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা তেমন জোরালো ভাবে বা দৃঢ়ভাবে গড়ে উঠেনি।

ফরিদপুর, মাদারীপুর, পিরোজপুর ও বাগেরহাটের নিকটবর্তী এলাকা হওয়ায় অত্র এলাকার মানুষের আঞ্চলিক ভাষা অনেকটা মিশ্র প্রকৃতির। গানের মাধ্যমে অত্র এলাকার ভাষা প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুটা ধারণাপাওয়া যায়-

"বেয়ান বেলা কোয়ানে গ্যালা ও ছাওয়ালের মা
আল চষতি যাব আমি ভাত দিয়া যা
মুঠ্যা শুগোতি দিচ্ছি আমি তুমি চিল্লাও ক্যা
আল ব্যাচা টাহা নিয়া হাটে যাবানি
হলদ্যা একখান কাপুড় তোরে কিন্যা দিবানি
তোমার দ্যায়া নাগবে নানে কিন্যা নিবানি
আমি মুঠ্যা ব্যাচা টাহা দিয়া বিন্যা নিবানি
তা অলিতো বাল অবেনে থামি নিকবানি
আমি থামি কিনবানি
স্বাত্তপর এমন বিটার ঘর আমি করি

ইচ্চে অয় চল্যা যাই বাপের বাড়ি
যাতি যদি পারতি তুই কবে চল্যা যাতি
আমার মত বাজান আর দেবে নানে খাতি
খাওয়ার খোটা দিলি তুই ওরে হালোর বিটা
এহনই দিলাম আমি বাপের বাড়ি হাটা
কি করিস তুই করিস কি ও ছাওয়ালের মা
ভাত দেয়া নাগবেনা তুই মুঠ্যা শুগোতি যা
হু.....উ।"

মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাঃ
দর্শনীয় স্থানঃ

- **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধ কমপ্লেক্স।**
- **গওহরগাঙ্গাজামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম খাদেমুল ইসলাম মাদ্রাসা।**

টুঙ্গীপাড়ার ঐতিহাসিক নিদর্শনঃ

বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ: জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধ গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় অবস্থিত।১৯৭৫সালের১৫আগস্টকিছুসংখ্যকবিপথগামী সেনা অফিসারের হাতেসপরিবারেনির্মমভাবে নিহতবঙ্গবন্ধুকেএখানেসমাধিস্থকরাহয়।সমাধিসৌধটিকেবর্তমানেএকটিদৃষ্টিনন্দনস্থাপনায়পরিণতকরাহয়েছে।

প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বঃ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান(১৯২০-১৯৭৫): জন্ম১৭ মার্চ, ১৯২০ টুংগীপাড়ায়। পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান। প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ করেন গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদারীপুর ইসলামিয়া হাই স্কুল, গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুল এবং মথুরানাথ বাবুর মিশন স্কুলে। তিনি ১৯৪২ সালেপ্রবেশিকা পাশ করেন। ১৯৪৭ সালে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ হতে বি,এ পাস করেন।১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হলে তিনি ঢাকায় চলে আসেন। ১৯৪৭ সালে ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনেগ্রেফতার হন। এরপর দেশে খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে গ্রেফতারহন। ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে কারাগারে থেকেই জোর সমর্থন দেন। ১৯৫৪সালের যুক্তফ্রন্ট জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতালাভ করে। তিনি প্রাদেশিক সরকারের কৃষি, বন ও সমবায় মন্ত্রী নিযুক্ত হন।১৯৫৬ সালে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রী সভায় শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম ও দুর্নীতি দপ্তরের মন্ত্রী হন। ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক শাসন জারি হলেতিনি গ্রেফতার হন। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর হাত থেকে বাঙালীর স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি ১৯৬৬ সালে ৬ দফা দাবী ঘোষণা করেন। ১৯৬৬ সালে আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৭ সালে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' নামে একমামলায় পুনরায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। বিক্ষোভে ফেটে পড়ে দেশেরছাত্র-জনতা। ৬৯ এর গণ-আন্দোলনের চাপে ২২ ফেব্রুয়ারি 'আগরতলা ষড়যন্ত্রমামলা' প্রত্যাহার করে তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়। ১৯৬৯ সালে ২৩ ফেব্রুয়ারিছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক তিনি 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হন।১৯৭০ সালে৭ই ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।স্বাভাবিকভাবেই আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করারকথা। তৎকালীন সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পিপলস পার্টির প্রধানজুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে ষড়যন্ত্র করে সংসদ অধিবেশন ডাকার পর স্থগিতঘোষণা করেন। 'বঙ্গবন্ধু' অসহযোগের ডাক দেন। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানেঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন। এরপর ইয়াহিয়া ও ভুট্টো ঢাকায় এসে গোলটেবিল বৈঠকবসেন। এজন্য ২৫শে মার্চ দিবাগত রাতে সেনাবাহিনী নিরস্ত্রবাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে । বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানেনিয়ে যাওয়া হয়। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তার অবর্তমানে তাঁকে রাষ্ট্রপতি করেবিপ্লবী সরকার (মুজিবনগর সরকার) গঠন করা হয়। দেশ স্বাধীন হলে তিনি ১০জানুয়ারি ১৯৭২ পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসেন।১২জানুয়ারি ১৯৭২ তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।১৯৭৫ সালের২৪ জানুয়ারি 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' সংক্ষেপে 'বাকশাল' নামেসর্বদল ভিত্তিক একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন এবং এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৯৭৫সালের ২৫ জানুয়ারি তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদ গ্রহণ করেন। তিনি শিল্পকারখানা ব্যাংক, বীমা জাতীয় করণ, রক্ষীবাহিনী গঠন এবং ২৫ বছর মেয়াদী ভারতবাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করেন। ১৯৭৩ সালে বিশ্ব শান্তি পরিষদ তাঁকে'জুলি ও কুরি' পদকে ভূষিত করে। তাঁর জীবনের ১৩টি বছর কারাগারে কেটেছে।গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন তাঁর রাজনীতিরদীক্ষাগুরু। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায়ধানমন্ডিস্থ বাস ভবনে একদল বিদ্রোহী সামরিক ঘাতকের হাতে সপরিবারেনির্মমভাবে নিহত হন । দেশের শত শত প্রতিষ্ঠান তাঁর নামের গৌরবময় স্মৃতি বহনকরছে।

শামছুল হক ফরিদপুরী (ছদর সাহেব) (১৮৯৮-১৯৬৯): তিনি টুংগীপাড়া থানাধীন পাটগাতী ইউনিয়নের গওহরডাঙ্গা গ্রামে ১৮৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম মো: আব্দুল্লাহ সাহেব এবং মাতা মরহুম আমেনা খাতুন।তিনি প্রখ্যাত আলেম, দার্শনিক, গবেষক, সংস্কারক, সত্য ও ন্যায়ের প্রচারক ছিলেন। দারুল উলুম খাদেমুল ইসলাম গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন দ্বীনি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৯ সালের ২১ শে জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।